# সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৩।

## বিল নং ----, ২০১৩।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে জনস্বার্থে প্রকল্পে বেসরকারী অংশীদার নির্বাচন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তি নিয়ন্ত্রণ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত

আইন

যেহেতু প্রকল্পে বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তি নিয়ন্ত্রণ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

### প্রথম অধ্যায়
### প্রাথমিক বিষয়াদি

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**। - (১) এই আইন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**। - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে, -

(১) "অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটি" বা " Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)" অর্থ Rules of Business, 1996 এর Rule 18 এর অধীন গঠিত এতৎসম্পর্কিত কমিটি;

(২) "অবকাঠামো সুবিধা" (Infrastructure Facility) অর্থ ভৌত সুবিধা ও ব্যবস্থাসমূহ যাহা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের ব্যবহার্য গণপণ্য উৎপাদন, প্রস্তুত বা বণ্টন করিয়া থাকে বা জনসাধারণের জন্য সেবা প্রদানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তবে সরকারের মালিকানাধীন কোন শিল্প বা **বেসরকারিকরণ আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৫নং আইন)** এর অধীন সরকার কর্তৃক বেসরকারিকরণের জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প বা উদ্যোগ এর দ্বারা বা অধীন পরিচালিত কোন অবকাঠামো সুবিধা সুনির্দিষ্টভাবে উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৩) "অবকাঠামো প্রকল্প" অর্থ কোন নূতন অবকাঠামো সুবিধার নকশা, নির্মাণ, উন্নয়ন, অর্থায়ন এবং কোন নূতন অবকাঠামো সুবিধার পরিচালনা অথবা কোন বিদ্যমান অবকাঠামো সুবিধার বা শিল্পের পুনর্বাসন, আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ বা পরিচালনা;

(৪) "পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ অফিস" বা "পিপিপি অফিস" অর্থ এই আইনের ধারা ৫৪ এর অধীন গঠিত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যালয়;

(৫) আনসলিসিটেড প্রপোজাল" (Unsolicited Proposal) অর্থ কোন প্রস্তাবক কর্তৃক স্বীয় উদ্যোগে এককভাবে দাখিলকৃত কোন লিখিত প্রস্তাব, যাহা সরকারের কোন আনুষ্ঠানিক অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত নয়, বা যাহা সরকারের আনুষ্ঠানিক বিবেচনাধীন কোন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্প সম্পর্কিত নয়;

(৬) "আইন" অর্থে অধঃস্তন বা অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রণীত আইন, যথা- বিধি ও প্রবিধি, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ধারা ৬১ এর অধীন গঠিত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উপদেষ্টা পরিষদ;

(৮) " পাবলিক গুডস্" (Public Goods) অর্থ এমন সকল পণ্য যাহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহার (Unrivalrous use) ও অবর্জনীয়তা, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক মূল্য (এবং সংযুক্ত গড় মূল্য) দ্বারা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একচেটিয়া অধিকার, বৃহদাকারের বিনিয়োগ ও দীর্ঘ মেয়াদী বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে;

(৯) " পাবলিক সার্ভিস" (Public Service) অর্থ-

(ক) এইরূপ সেবা যাহা সাধারণতঃ সরকারি খাত হইতে উহার নাগরিকগণকে বা উহাদের কোন অংশকে সরবরাহ করা হইয়া থাকে;

(খ) সরকারী খাতের কোন সত্তা কর্তৃক আবশ্যক সেবাসমূহ; এবং যখন উক্ত অভিব্যক্তি কোন বেসরকারি অংশীদারের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, তখন উহার দ্বারা অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে এইরূপ সেবাকে বুঝাইবে যাহা অংশীদারিত্ব চুক্তির অধীনে বেসরকারি অংশীদার সরবরাহ করিতে দায়বদ্ধ;

(১০) "চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ" বা "কর্তৃপক্ষ" অর্থ-

(ক) সরকার বা উহার যে কোন অংশ বা উপ-বিভাগ (মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা অধিদপ্তর প্রভৃতি );

(খ) নির্ধারিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা;

(১১) "দরপত্রদাতা" অর্থ কোন সমিতি, কোম্পানী, সমবায় সমিতি, নিবন্ধিত অংশীদারিত্ব কারবার, সহায়-সংঘ, দেশী বা বিদেশী ফাউন্ডেশন বা ট্রাস্ট, একক বা দলবদ্ধভাবে, যাহা কোন প্রকল্পের জন্য বেসরকারিঅংশীদার নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহা সুনির্দিষ্টভাবে কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি বা স্বাভাবিক ব্যক্তি সমষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে না, এবং যাহার ৪৯ (ঊনপঞ্চাশ) শতাংশের অধিক শেয়ার বা মালিকানা প্রত্যক্ষভাবে, সরকার, স্থানীয় সরকার বা কোন বিদেশী সরকারের মালিকানাধীন হইতে পারিবে না;

(১২) "নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা" অর্থ এমন কোন সংবিধিবদ্ধ বা সরকারি সংস্থা যাহা প্রকল্পের পরিধিভুক্ত অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড সম্পর্কে বিধি-বিধান জারী ও প্রয়োগ করিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত;

(১৩) "নির্ধারিত" অর্থ সরকার কর্তৃক ধারা ৬৪ এর অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা অথবা ধারা ৬৫ এর অধীন অংশীদারিত্ব কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(১৪) "নির্বাচিত দরপত্রদাতা" অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন নির্ধারিত মানের উপর ভিত্তি করিয়া সর্বোচ্চ মূল্যায়িত মান অর্জনকারী দরদাতা;

(১৫) "প্রকল্প" অর্থ -

(ক) অবকাঠামো প্রকল্প; বা

(খ) কোন অবকাঠামো সুবিধার সহিত সংযুক্ত নহে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য এমন সকল পণ্য বা সেবার সরবরাহ;

(১৬) পিপিপি প্রকল্প অর্থ এই আইনের অধীনে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্প;

(১৭) "প্রকল্প কোম্পানী" অর্থ ধারা ২৯ এর অধীন পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত গঠিত বিশেষায়িত কোম্পানী;

(১৮) "প্রবিধি" অর্থ এই আইনের ধারা ৬৫ এর অধীন প্রণীত প্রবিধি;

(১৯) " রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল ( Request For Proposal) অর্থ এমন কোন অনুরোধপত্র (RFP) যাহা প্রকল্পের দরকার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহী সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণের নিকট হইতে দরপ্রস্তাব-সম্বলিত দলিলাদি দাখিলের অনুরোধ জানাইয়া চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশ করা হয়; এবং প্রস্তাব আহবান দলিলাদি বলিতে প্রস্তাব প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশ সম্বলিত দলিলাদি (RFP Documents) **বুঝাইবে**।

(২০) "বেসরকারী অংশীদার" অর্থ পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিকারী অপর পক্ষ, যাহারা পরবর্তীতে প্রকল্প কোম্পানীর অংশীদার হইবে । তবে শর্ত থাকে যে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প কোম্পানীতে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক আর্থিক বা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে ( equity provider ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বেসরকারী অংশীদারের অংশ হিসেবে গণ্য করিয়া প্রকল্প কোম্পানীতে

অংশীদার হইবার সুযোগ প্রদান করা যাইবে। কিন্তু উক্ত equity provider প্রকল্প কোম্পানীতে ২৫% এর বেশী ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে না ।

(২১) "বিধি" অর্থ এই আইনের ধারা ৬৪ এর অধীন প্রণীত বিধি;

(২২) "বিশেষ প্রণোদনা" অর্থ এমন কোন বিশেষ সুবিধা যাহা পিপিপি প্রকল্পে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিবে;

(২৩) " রিকোয়েস্ট ফর কোয়ালিফিকেশন ( Request For Qualification) যোগ্যতা আহ্বান বিজ্ঞপ্তি" অর্থ এমন কোন বিজ্ঞপ্তি (RFQ) যাহা প্রকল্পের প্রাক-যোগ্যতা কার্যধারায় অংশগ্রহণে আগ্রহী সম্ভাব্য দরপত্রদাতাগণের নিকট হইতে নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহের অনুরোধ জানাইয়া চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশ করা হয় এবং যোগ্যতা আহবান দলিলাদি বলিতে যোগ্যতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশ সম্বলিত দলিলাদি (RFQ Documents) বুঝাইবে;

(২৪) "সরকারি আর্থিক অংশগ্রহণ" অর্থে, অন্যান্য বিষয়সহ, নিম্ন-বর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ-

(ক) কারিগরি সহায়তা অর্থায়ন (Technical Assistance Financing);
(খ) আর্থিক সামর্থ্য ঘাটতির অর্থায়ন (Viability Gap Financing);
(গ) অবকাঠামো অর্থায়ন (Infrastructure Financing); এবং
(ঘ) সংযুক্ত প্রকল্পের অর্থায়ন (Linked Component Financing);

(২৫) "সরকারি প্রণোদনা" অর্থে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও, আর্থিক ও নীতিগত প্রণোদনা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৬) "সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব চুক্তি" বা "অংশীদারিত্ব চুক্তি" বা "চুক্তি" অর্থ চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি অংশীদারের মধ্যে সম্পাদিত পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন চুক্তি বা চুক্তিসমূহ যাহার দ্বারা বেসরকারি অংশীদার নির্ধারিত সরকারি আর্থিক অংশগ্রহণ বা অন্যান্য নির্ধারিত সরকারি প্রণোদনা, সহকারে বা ব্যতিরেকে, উক্ত চুক্তিতে নির্ধারিত পণ বা প্রতিদানের বিনিময়ে প্রকল্প গ্রহণ বা প্রকল্পে অংশগ্রহণ সংশ্লেষে পর্যাপ্ত আর্থিক, কারিগরি, বাণিজ্যিক এবং পরিচালন ঝুঁকি গ্রহণ করে;

(২৭) "স্থানীয় সরকার" অর্থ সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপ-জেলা পরিষদ, পৌরসভা বা কোন ইউনিয়ন পরিষদ অথবা সংসদের আইন দ্বারা ঘোষিত অনুরূপ অন্য যে কোন সংস্থা;

(২৮) 'সরকার' বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বুঝাইবে ।

(২৯) "সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্প" (High Priority Project) অর্থ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে চিহ্নিত সেই সকল প্রকল্প, যেইগুলি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে কিংবা /এবং জনসাধারণের বড় ধরনের দুর্ভোগ লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিবে।

৩। **প্রয়োগের পরিধি**। - চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পে বেসরকারী অংশীদার নির্বাচন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তির নিয়ন্ত্রণ, পিপিপি অফিস প্রতিষ্ঠা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়ন কল্পে এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

৪। **অনুমোদন ও মূল্যায়ন**। - (১) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তির বিষয়বস্তু হিসাবে বিবেচ্য প্রকল্প বিধি দ্বারা নির্ধারিতমতে CCEA অথবা অন্য কোন প্রযোজ্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বেসরকারি অংশীদার নির্বাচনের কোন প্রক্রিয়া শুরু করা যাইবে না।

(২) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন নীতিগত অনুমোদন যাচনা করিবার পূর্বে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি পিপিপি প্রকল্প হিসাবে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা এ বিষয়ে পিপিপি অফিসের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে পিপিপি অফিসকে অবহিত করিতে হইবে ।

(৩) নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্তির পর বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিবেচ্য প্রকল্পটি পিপিপি প্রকল্প হিসাবে বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করিতে হইবে ।

(৪) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রযোজ্য এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতি হইতে "সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্প" এর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রস্তাব অনুমোদন অব্যাহতি পাইবে । তবে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা , মূল্যায়ন এবং নিগোসিয়েশন পূর্বক অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে ।

আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি ইহাকে সহায়তা করিবার জন্য সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে । উল্লেখ থাকে যে, পিপিপি অফিস, "সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্প" এর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রস্তাব আমন্ত্রণ/গ্রহণ করিবে এবং তাহা আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে ।

**৫। আইনের প্রাধান্য।** - আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়
## বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন

**৬। বৈষম্যহীনতা।** - ধারা ৮, ১৫ এবং ১৮ (২) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ অন্য কোনভাবে উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে, অংশীদারিত্ব চুক্তিতে বেসরকারি অংশীদার হিসাবে নির্বাচনের জন্য চলমান কার্যধারায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত করিতে পারিবে না; এবং ইহা কোন দরপত্রদাতা বা দরপত্রদাতা শ্রেণীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না; এবং দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রতি যেরূপ আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়, অভিন্ন অবস্থানে অন্য কোন দেশের নাগরিক বা বাসিন্দাদের প্রতি তদপেক্ষা কম আনুকূল্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

**৭। প্রাক-যোগ্যতার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি।** - (১) বিবেচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দরপত্রদাতাগণের যথোপযুক্ত যোগ্যতা রহিয়াছে কিনা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ প্রাক-যোগ্যতা কার্যধারা পরিচালনা করিবে। কিরূপ ক্ষেত্রে প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে না তাহা বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

(২) যোগ্যতা আহ্বান বিজ্ঞপ্তি -

(ক) দেশে বহুল প্রচারিত অন্ততঃ দুইটি বাংলা ও দুইটি ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে এবং প্রয়োজনবোধে কমপক্ষে একটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং

(খ) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইট থাকিলে, উহাতে, এবং পিপিপি অফিসের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) যোগ্যতা আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের মধ্যে ন্যূনতম নিম্ন-বর্ণিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথাঃ -

(ক) প্রকল্পের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামো সুবিধা এবং অন্যান্য উপাদানসমূহের বর্ণনা;

(খ) যোগ্যতা আহবান দলিলাদি সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি ও স্থান;

(গ) প্রাক-যোগ্যতার আবেদনসম্বলিত দরখাস্ত দাখিল করিবার পদ্ধতি ও স্থান, এবং দরপত্রদাতাগণকে তাহাদের দরখাস্ত প্রস্তুত করিবার জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান করিয়া, সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষিত তারিখ ও সময়সহ, দরখাস্ত দাখিল করিবার চূড়ান্ত সময়সীমা; এবং

(ঘ) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, ধারা ১০ অনুসারে, প্রাক-যোগ্যতা বিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবার সম্ভাব্য তারিখ।

(৪) যোগ্যতা আহ্বান দলিলাদিতে ন্যূনতম নিম্ন-বর্ণিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথাঃ -

(ক) ধারা ৮ অনুসারে প্রাক-যোগ্যতার নির্ণায়কসমূহ;

(খ) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কোন কনসোশিয়ামে কোন সদস্যের অংশগ্রহণের উপর ধারা ৯ (২) দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতাসমূহ পরিহার করিতে ইচ্ছা পোষণ করে কিনা;

(গ) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, ধারা ১০ অনুযায়ী প্রাক-যোগ্যতা কার্যধারা সমাপ্ত করিবার পর, কেবল নির্ধারিত সংখ্যক প্রাক-যোগ্য দরপত্রদাতাকে দরপত্র দাখিলের জন্য অনুরোধ করিতে ইচ্ছা পোষণ করে কিনা, এবং, যদি করে, তাহা হইলে কিরূপ পদ্ধতিতে উক্ত বাছাই কার্য নিষ্পন্ন করা হইবে; এবং

(ঘ) উপলব্ধ ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিতব্য সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব চুক্তির মূল আবশ্যক শর্তসমূহের একটি সার-সংক্ষেপ।

৮। **প্রাক-যোগ্যতা নির্ণায়ক।** - প্রস্তাব দাখিলের যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য আগ্রহী দরপত্রদাতাগণকে অবশ্যই যোগ্যতা আহবান বিজ্ঞপ্তিতে অথবা দলিলাদিতে নির্ধারিত নির্ণায়কসমূহ পূরণ করিতে হইবে। প্রযোজ্য প্রাক-যোগ্যতার নির্ণায়কসমূহ নির্ধারণ করিবার সময় চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ বস্তুনিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ হইবার প্রয়াস গ্রহণ করিবে।

৯। **সহায়-সংঘের অংশগ্রহণ।** - (১) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ দরপত্রদাতাগণকে নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রথম আহ্বান করিবার সময় তাহাদিগকে প্রস্তাব দাখিলের উদ্দেশ্যে কনসোশিয়াম (Consortium) গঠন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) প্রতিটি কনসোশিয়ামের একজন প্রধান সদস্য (Lead Consortium Member) থাকিবে। প্রাক-যোগ্যতা কার্যক্রমে কনসোশিয়ামকে সামগ্রিকভাবে মুল্যায়ন করিতে হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, কনসোশিয়ামের প্রতিটি সদস্য প্রাক-যোগ্যতা দলিলে নির্ধারিত এবং উহার উপর প্রযোজ্য নির্ণায়কসমূহ পূরণ করিবে। প্রাক-যোগ্যতা আবেদনে উল্লেখ থাকিবে যে, কনসোশিয়ামের প্রধান সদস্য প্রকল্প কোম্পানীতে ন্যুনতম ২৬% শেয়ার গ্রহণ করিবে এবং প্রকল্প পরিচালনার অন্তত তিন বৎসরকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্প কোম্পানীতে একক সংখ্যা গরিষ্ঠ শেয়ার হোল্ডার থাকিবে। কনসোশিয়ামের সম্মিলিত যোগ্যতা প্রকল্পের সকল পর্যায়ের আবশ্যক চাহিদা পূরণ করিতে পর্যাপ্ত কিনা তাহা মূল্যায়ন করিতে হইবে।

(৩) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিন্নভাবে অনুমতি প্রদান করা না হইলে, এবং যোগ্যতা আহবান বিজ্ঞপ্তি বা দলিলে উল্লেখ করা না হইলে, কোন একটি কনসোশিয়ামের সদস্য একই সময়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কেবল একটি কনসোশিয়ামে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং এই উপ-ধারার বিধান লঙ্ঘন করা হইলে কোন সদস্য বা কনসোশিয়াম, অযোগ্যতাসহ কিরূপ দন্ড লাভের জন্য দায়ী হইবে তাহা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ প্রাক-যোগ্যতার বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করিবে।

১০। **প্রাক-যোগ্যতার সিদ্ধান্ত।** - (১) যোগ্যতা ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি যোগ্যতা আহবান বিজ্ঞপ্তির জবাবে আবেদন দাখিলকারী দরপত্রদাতাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করিয়া প্রত্যেক দরপত্রদাতার যোগ্যতা মূল্যায়ন করিবে; এবং মূল্যায়ন করিবার সময় কেবল যোগ্যতা আহবান বিজ্ঞপ্তিতে এবং/অথবা দলিলে উল্লিখিত নির্ণায়কসমূহ প্রয়োগ করিয়া অনুরূপ মূল্যায়ন করিবে; এবং প্রাক-যোগ্যতার নির্ণায়কসমূহ পূরণকারী দরপত্রদাতাগণের পক্ষে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবে। চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্তৃক সুপারিশ অনুমোদিত হইবার পর দরদাতাগণকে প্রাক-যোগ্যতার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে ।

(২) প্রাক-যোগ্যতার বিপরীতে একটিমাত্র আবেদন পাওয়া গেলে উক্ত যোগ্যতা কার্যক্রম বাতিল করিয়া পুনরায় প্রাক-যোগ্যতা কার্যক্রম আরম্ভ করিতে হইবে ।

১১। **প্রস্তাব আহ্বানের পদ্ধতি।** - (১) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ প্রাক-যোগ্য দরপত্রদাতাকে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দরপত্রে অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করা সাপেক্ষে প্রস্তাব আহ্বান দলিলাদি সরবরাহ করিবে।

(২) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের বৈশিষ্টসমূহ বিবেচনা করিয়া সুবিধাজনক বা প্রয়োজনীয় মনে করিলে উল্লিখিত দরপত্রদাতাগণকে এক-পর্যায় বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি (কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব একত্রে) অথবা দুই-পর্যায় বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দুই খাম পদ্ধতিতে দরপত্রদাতাগণকে ভিন্ন ভিন্ন খামে তাহাদের কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে।

(৩) দরপত্র প্রদানে বিস্তারিত প্রক্রিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **প্রস্তাব আহ্বান-সম্বলিত বিজ্ঞপ্তির তথ্যসমূহ।** - (১) প্রস্তাব আহ্বান অনুরোধপত্রে এবং/অথবা দলিলাদিতে, ন্যূনতম, নিম্ন-বর্ণিত তথ্যসমূহ থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) দরপত্রদাতাগণ যাহাতে তাহাদের প্রস্তাবসমূহ প্রস্তুত ও দাখিল করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে আবশ্যক সকল সাধারণ তথ্য, প্রকল্প বিনির্দেশ , কর্ম-দক্ষতার নির্দেশকসমূহ, এবং নিরাপত্তার মানদন্ড এবং সামাজিক ও পরিবেশগত নিরাপত্তার বিষয়ে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা;

(খ) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত চুক্তির শর্তসমূহ, এবং, যে সকল শর্তসমূহ সম্পর্কে অধিকতর আলোচনার কোন সুযোগ থাকিবে না, উহার উল্লেখ;

(গ) নন-রেসপনসিভ প্রস্তাব চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিটি মূল্যায়ন নির্ণায়ককে প্রদত্ত আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং কি পদ্ধতিতে প্রস্তাব মূল্যায়ন ও বাতিল করিবার জন্য নির্ণায়ক ও সীমা (Threshold) প্রয়োগ করা হইবে তাহা নিরূপণের জন্য কোন নির্ণায়ক বা সময়সীমা যদি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিয়া থাকে, উহার উল্লেখ;

(ঘ) প্রস্তাব দাখিলের চূড়ান্ত সময়সীমা; এবং

(ঙ) সরকারের আর্থিক অংশগ্রহণ এবং সরকার কর্তৃক আর্থিক বা অন্য প্রণোদনা প্রদানের বিষয়, যদি থাকে।

১৩। **দরপত্র জামানত**। - (১) প্রস্তাব আহ্বানকারী অনুরোধপত্রে সকল দরপত্রের সহিত নির্ধারিত জামানত দাখিল করিবার বিষয় উল্লেখ থাকিবে।

(২) প্রস্তাব আহ্বানকারী অনুরোধপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে কোন দরপত্রদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত জামানত বাজেয়াপ্ত করা যাইবে না।

১৪। **স্পষ্টীকরণ ও পরিবর্তন**। - চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, স্বীয় উদ্যোগে অথবা কোন দরপত্রদাতা কর্তৃক স্পষ্টীকরণের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া অথবা প্রাক-প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাব আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তির যে কোন বিষয় পুনর্বিবেচনা এবং, যথাযথ বিবেচিত হইলে, সংশোধন করিতে পারিবে। উক্ত সংশোধন প্রস্তাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত চূড়ান্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পূর্বেই যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সকল আগ্রহী দরপত্রদাতাগণকে অবহিত করিতে হইবে।

১৫। **মূল্যায়নের নির্ণায়ক**। - (১) কারিগরি প্রস্তাবসমূহের তুলনা ও মূল্যায়নের জন্য ন্যূনতমপক্ষে নিম্ন-বর্ণিত নির্ণায়কসমূহ প্রয়োগ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) সমতুল্য প্রকল্প বাস্তবায়নে দরপত্রদাতার অভিজ্ঞতা;
(খ) কারিগরি পর্যাপ্ততা;
(গ) বাস্তবানুগতা;
(ঘ) গণপণ্য ও সেবার গুণগতমান এবং উহাদের সরবরাহের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখিবার লক্ষ্যে গৃহীতব্য ব্যবস্থাসমূহ; এবং
(ঙ) সামাজিক ও পরিবেশগত মান পরিপালন।

(২) আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রস্তাবসমূহের তুলনা ও মূল্যায়নের জন্য নিম্ন-বর্ণিত যথোপযুক্ত নির্ণায়কসমূহ প্রয়োগ করিতে হইবে;

(ক) খরচের বাস্তবানুগতা, বাজারের যথোপযুক্ততা, আর্থিকভাবে টেকসই কিনা এবং অংশীদারিত্ব চুক্তির মেয়াদকালে বেসরকারী অংশীদার কর্তৃক প্রস্তাবিত বা নির্ধারিতব্য হার, মাসুল, টোল, ভাড়া, বা দরের বর্তমান মূল্য;

(খ) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ যদি বেসরকারী অংশীদারকে বা বেসরকারী অংশীদার যদি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষকে সরাসরি কোন অর্থ প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার বর্তমান মূল্য;

(গ) নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ,
(১) নকশা ও নির্মাণ কর্মকান্ডের খরচ,
(২) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বার্ষিক খরচ,
(৩) মূলধন খরচ,
(৪) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণজনিত খরচের বর্তমান মূল্য, এবং
(৫) প্রকল্প উন্নয়ন ব্যয় পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবানুগতা;

(ঘ) প্রত্যাশিত নির্দিষ্ট সরকারিআর্থিক অংশগ্রহণ অথবা অন্যান্য নির্দিষ্ট সরকারি প্রণোদনা, যদি থাকে, উহার পরিমাণ;

(ঙ) প্রস্তাবিত আর্থিক সংস্থানের পর্যাপ্ততা;

(চ) প্রস্তাব আহ্বানসম্বলিত পত্রে চুক্তির যে সকল শর্ত অধিকতর আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে মর্মে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করিবে, উহাদের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ বা সীমা;

(ছ) প্রদত্ত প্রস্তাবের পরিমাণগত ও গুণগত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব; এবং

(জ) প্রস্তাব আহ্বানসম্বলিত পত্রে বর্ণিত অন্য যে কোন নির্ণায়ক।

১৬। **প্রস্তাব দাখিল**। - (১) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে দরপত্রদাতা নির্ধারিত স্থানে বা পদ্ধতিতে প্রস্তাব দাখিল করিবে।

(২) নির্ধারিত তারিখ ও সময় অতিক্রান্ত হইবার পর দাখিলকৃত কোন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হইবে না, এবং উহা উন্মুক্ত না করিয়া ফেরত প্রদান করা হইবে।

১৭। **যোগ্যতা ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি**। - (১) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, যোগ্যতা আহ্বানসম্বলিত বিজ্ঞপ্তি জারী করিবার পূর্বে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবের অনুমোদনক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী একটি যোগ্যতা ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবে।

(২) যোগ্যতা ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করিবে।

১৮। **প্রস্তাব মূল্যায়ন ও তুলনা**। - (১) যোগ্যতা ও প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত কমিটি মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত নির্ণায়ক, নির্ণায়কের আপেক্ষিক গুরুত্ব, সকল আর্থিক ও বাণিজ্যিক নির্ণায়কসহ সকল কারিগরি নির্ণায়কের আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং প্রস্তাব আহ্বানসম্বলিত অনুরোধপত্রে নির্ধারিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া প্রতিটি প্রস্তাব মূল্যায়ন ও তুলনা করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব আহ্বানসম্বলিত বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাব ও দরপত্রদাতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং গুণাগুণ, কারিগরি, আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি সম্পর্কে এক বা একাধিক বস্তুনিষ্ঠ ন্যূনতম মান নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে; এবং যেসকল প্রস্তাব নির্ধারিত ন্যূনতম মান অর্জন করিতে ব্যর্থ হইবে, উহারা নন-রেসপনসিভ বিবেচিত হইবে এবং বাছাই প্রক্রিয়া হইতে প্রত্যাখ্যাত হইবে।

(৩) মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত করিবার পর, যোগ্যতা ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করিবে; এবং উহাতে যে সকল দরপত্রদাতা নির্ধারিত নির্ণায়ক অনুযায়ী আবশ্যক মান অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে অগ্রগণ্যতার মান অনুসারে তাহাদের একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে; এবং যে দরপত্রদাতা সর্বোচ্চ মূল্যায়িত মান অর্জন করিয়াছে তাহাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করিয়া তাহার অনুকূলে প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করিবে।

(৪) প্রস্তাব আহবান বিজ্ঞপ্তির উত্তওে একটিমাত্র রেসপনসিভ দরপত্র/প্রস্তাব পাওয়া গেলে , অথবা মূল্যায়নের পওে একটিমাত্র দরপত্র/প্রস্তাব রেসপনসিভ বিবেচিত হইলেও যোগ্যতা ও মূল্যায়ন কমিটি উহাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করিয়া উহার অনুকূলে প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রদানের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে ।

১৯। **মূল্যায়ন প্রতিবেদন**। - (১) মূল্যায়ন প্রতিবেদন স্বাক্ষর করিবার সময় যোগ্যতা ও প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত কমিটির প্রত্যেক সদস্য -

(ক) পক্ষপাতহীনতার একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিবেন; এবং

(খ) এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধি অনুসারে প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করা হইয়াছে।

(২) যোগ্যতা ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির কোন সদস্য মূল্যায়নের সুপারিশ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করিয়া থাকিলে, অনুরূপ ভিন্নমত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) যোগ্যতা ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি একটি খামে সিলগালা করিয়া সরাসরি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৪) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ যোগ্যতা ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ প্রাপ্ত হইয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করিবে।

২০। **নিগোসিয়েশন**। - (১) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ চুক্তির নিগোসিয়েশন শুরু করিবার জন্য লিখিত পত্র দ্বারা প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত দরপত্রদাতাকে আমন্ত্রণ জানাইবে।

(২) প্রস্তাব আহ্বানকারী অনুরোধপত্রে কোন শর্ত নিগোসিয়েশনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে না মর্মে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ সকল শর্তের ক্ষেত্রে নিগোসিয়েশন প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট যদি ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দরপত্রদাতা কিছু ছাড় না দিলে আমন্ত্রিত দরপত্রদাতার সহিত নিগোসিয়েশনের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদন করিয়া কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হইবে না, তাহা হইলে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ উহার নিগোসিয়েশন বাতিল করিবার অভিপ্রায় দরপত্রদাতাকে অবহিত করিবে এবং দরপত্রদাতাকে, তাহার সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত প্রস্তাব প্রস্তুত ও দাখিল করিবার জন্য যুক্তিসংগত সময় প্রদান করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর ধারাবাহিকতায় দরপত্রদাতা কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান না হইলে, উহা দরপত্রদাতার সহিত নিগোসিয়েশন বাতিল করিবে এবং যোগ্যতার মান অর্জনকারী অন্যান্য দরপত্রদাতাগণকে তাহাদের অগ্রগণ্যতার মানক্রম অনুসারে নিগোসিয়েশনের জন্য আমন্ত্রণ করিতে পারিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদিত হইবে বা, যতক্ষণ পর্যন্ত না অবশিষ্ট সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হইবে।

(৫) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ এমন কোন দরপত্রদাতার সহিত পুনরায় নিগোসিয়েশন করিবে না, যাহার সহিত এই ধারার বিধান অনুসারে নিগোসিয়েশন ইতোপূর্বে একবার বাতিল করা হইয়াছে।

২১। **কার্যাদেশ প্রদান।** - কোন দরপত্রদাতার সহিত নিগোসিয়েশন সফল হইবার পর, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত দরপত্রদাতার সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া কার্যাদেশ প্রদান করিতে হইবে।

২২। **চুক্তির কার্যাদেশ এবং বিষয়বস্তুর প্রকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি।** - চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ চুক্তির কার্যাদেশ প্রদান সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি উহার ওয়েবসাইট থাকিলে, উহাতে, এবং সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব কার্যালয়ে প্রকাশ করিবে; বিজ্ঞপ্তিতে বেসরকারী অংশীদারের পরিচয় প্রকাশ করিতে হইবে; এবং সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় শর্তসমূহের একটি সার-সংক্ষেপ উহাতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

২৩। **নির্বাচন ও কার্যাদেশ সম্পর্কিত কার্যধারার নথি।** - (১) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে অংশীদার নির্বাচন ও কার্যাদেশ প্রদান সম্পর্কিত কার্যধারার তথ্যসম্বলিত একটি নথি সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নথি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।

২৪। **প্রস্তাব ও চুক্তি নিগোসিয়েশনের গোপনীয়তা।** - চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের গোপনীয়তা এমনভাবে সংরক্ষণ করিবে যাহাতে উহাদের বিষয়বস্তু প্রতিযোগী দরপত্রদাতাগণের নিকট প্রকাশিত না হয়; আইনের অধীন বা আদালতের আদেশের কারণে আবশ্যক না হইলে, ধারা ২০ এর অধীন চুক্তির নিগোসিয়েশনে অংশগ্রহণকারী কোন পক্ষ, অপর পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে, চুক্তির নিগোসিয়েশন সংশ্লেষে আহরিত কোন কারিগরি, আর্থিক বা অন্য কোন তথ্য তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবে না।

২৫। **আনসলিসিটেড প্রপোজাল এর গ্রহণযোগ্যতা।** - ধারা ৭ হইতে ধারা ২৪ এর বিধানাবলীর ব্যতিক্রম হিসাবে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, অযাচিত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত থাকিবে।

২৬। **অভিযোগ, পুনরীক্ষণ ও আপীল পদ্ধতি।** - (১) কোন দরপত্রদাতা, নির্বাচিত দরপত্রদাতাসহ, যদি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ বা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তির দরপত্র আহ্বান বা কার্যাদেশ প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তির বাস্তবায়ন বা কার্যকারিতার পূর্বে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে অভিযোগ করিয়া, উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) দরপত্রদাতা যদি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, কিংবা উপ-ধারা (১) এর অধীন পুনরীক্ষণের জন্য দরপত্রদাতার অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ যদি কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কিংবা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের অন্য কোন নির্ধারিত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে, এবং নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, আপীল নিষ্পত্তি করিবে।

২৭। **পেশাগত অসদাচরন, অপরাধ ইত্যাদি।** - (১) যেগ্যতা এবং দরপত্র প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি (চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ, উহার প্রতিবেদক কর্তৃপক্ষসমূহ ও দরপত্রদাতাগণসহ, তবে কেবল তাহাদের মধ্যে সীমিত না থাকিয়া) সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব চুক্তির নির্বাচন ও বাস্তবায়নের সময় নৈতিকতার সর্বোত্তম মান বজায় রাখিবে; এবং উক্ত নীতির অনুসরণে নিম্ন-বর্ণিত অভিব্যক্তিসমূহ এই বিধানের উদ্দেশ্যে সংজ্ঞায়িত করা হইল, যথাঃ-

(ক) **দুর্নীতিমূলক কার্য "** অর্থে যেগ্যতা/দরপত্র প্রক্রিয়ায় বা চুক্তিসম্পাদনকালীন চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্য , সিদ্ধান্ত বা পদ্ধতি গ্রহণে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে , চুক্তিকারী বর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে উৎকোচ ,চাকরি,মূল্যবান দ্রব্য বা সেবা বা আর্থিক সুবিধা প্রদানের কোন প্রস্তাব প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা বা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক ুহা গ্রহণ বা চাওয়া বুঝাইবে ;

(খ) **"প্রতারণামূলক কার্য"** অর্থ কোন যোগ্যতা বা দরপত্র প্রক্রিয়ায় বা চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করিবার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মিথ্যা বির্বতি প্রদান বা অসাধুভাবে কোন তথ্য গোপন করা বুঝাইবে;

(গ) **"জবরদস্তিমূলক কার্য"** অর্থে যোগ্যতা বা দরপত্র কার্যক্রমের ফলাফলকে প্রভাবিত করা বা চুক্তি বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি বা স্বভাবিকভাবে আবেদনপত্র, দরপত্র/প্রস্তাব দাখিলে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে , কোন ব্যক্তি বা তাহার সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা বা ক্ষতিসাধনের হুমকি প্রদান করা বুঝাইবে;

(ঘ) **"চক্রান্তমূলক কার্য"** অর্থে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, প্রর্কত ও অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া যোগ্যতা বা দরপত্র দাখিলের সংখ্যা ইচ্ছামত হ্রাস করা বা উহার মূল্য প্রতিযোগিতামূলক নয় এমন পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে দু ইবা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোন চক্রান্ত বা যোগসাজশমূলক কার্য বুঝাইবে;

(২) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ যদি সাব্যস্ত করিয়া থাকে যে, কার্যাদেশের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত দরপত্রদাতা, প্রত্যক্ষভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে, চুক্তির নির্বাচন বা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সময় কোনরূপ দুর্নীতিমূলকু, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলকবা জবরদস্তিমূলক চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা হইলে, উহাকে কার্যাদেশ প্রদানের যে কোন সুপারিশ বা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে এবং উহাকে কার্যাদেশ প্রদান করিবে না।

(৩) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ দরপত্র বাতিল করিবে, যদি উহা এই মর্মে সাব্যস্ত করিয়া থাকে যে, দরপত্রদাতা ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি চুক্তির নির্বাচন বা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সময় কোনরূপ দুর্নীতিমূলকু, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক বা জবরদস্তিমূলক চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

(৪) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত বা অর্থায়িত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিতে অথবা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত, পরিচালিত বা অর্থায়িত কোন চুক্তি হইতে, আর্থিক বা অন্য কোনভাবে, কোন সুবিধা গ্রহণ করিতে, অনির্দিষ্টকাল বা নির্ধারিত সময়ের জন্য, অযোগ্য ঘোষণা করিবে, যদি উহা, কোন সময়, এই মর্মে সাব্যস্ত করিয়া থাকে যে, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তি, প্রত্যক্ষভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে, চুক্তির নির্বাচন বা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সময় কোনরূপ দুর্নীতিমূলকু, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরদস্তিমূলক বা অন্য কোনরূপ নিষিদ্ধ চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

২৮। **স্বার্থের সংঘাতের ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া হইতে বিরত থাকা।** - (১) স্বার্থের সংঘাত রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি দরপত্র কার্যক্রম বা উহার অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিবেন না।

(২) স্বার্থের সংঘাত রহিয়াছে এইরূপ বিষয় দরপত্র কার্যক্রমে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তির গোচুরীভূত হওয়া মাত্রই তিনি দরপত্র কার্যক্রমের যে কোন পর্যায় হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া নিবেন; এবং দরপত্র কার্যক্রমের কোন পর্যায় বা সিদ্ধান্তের অনুমোদনের সহিত নিজেকে সম্পৃক্ত করিবেন না।

(৩) স্বার্থের সংঘাত বলিতে এমন একটি অবস্থা গণ্য হইবে, যেখানে কোন একজন ব্যক্তির এমন কোন স্বার্থ রহিয়াছে যাহা তাহার সরকারীকর্তব্য বা দায়িত্ব পালন, চুক্তিগত কর্তব্য পালন, বা প্রযোজ্য আইন বা বিধি-বিধানের প্রতিপালনকে অনুচিতভাবে প্রভাবিত করিতে পারে; অথবা এইরূপ স্বার্থের সংঘাত পূর্বোল্লিখিত ধারা ২৭ এর অধীন পেশাগত অসদাচরনে বা গঠনে সহায়ক হইতে পারে।

## তৃতীয় অধ্যায়
## অংশীদারিত্ব চুক্তির বিষয়বস্তু ও বাস্তবায়ন

২৯। **(ক) প্রকল্প কোম্পানি গঠন:** কার্যাদেশ পাইবার অব্যবহিত পরে বেসরকারি অংশীদার অংশীদারিত্ব চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী পালন করিয়া প্রকল্প কোম্পানি গঠন করিবে যাহা বাংলাদেশ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীন মেয়াদ দ্বারা সীমিত দায় সম্পন্ন কোম্পানি হইবে; এবং উহার ১০০% মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি অংশীদারের হাতে থাকিবে। প্রকল্প কোম্পানি গঠিত হইবার পর উহা আইনের কার্য বলে অংশীদারিত্ব চুক্তিতে

স্বাক্ষরকারী বেসরকারি অংশীদারের স্থলাভিষিক্ত হইবে এবং বেসরকারি অংশীদারের উপর প্রযোজ্য এই আইনের সকল ধারা প্রকল্প কোম্পানির উপর প্রযোজ্য হইবে।

(খ) বেসরকারি অংশীদার প্রকল্প পরিচালন কালের (Operation Period) অন্তত তিন বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্প কোম্পানিতে শতকরা ১০০% শেয়ার ধারণ করিবে; এবং তৎপরবর্তীতে শুধুমাত্র চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রকল্প কোম্পানিতে উহার শেয়ার আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(গ) প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন সময়ে বেসরকারি অংশীদারের সাকুল্য আর্থিক দায় (Total Financial Commitment) উহার নীট সম্পদ (Net-Worth) এর ৯০% এর অধিক হইবে না। উক্ত সাকুল্য দায় এবং নীট সম্পদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব করা হইবে।

৩০। **অংশীদারিত্ব চুক্তির বিষয়বস্তু।** - চুক্তির পক্ষসমূহ যেরূপ যথাযথ বা প্রয়োজনীয় মনে করিবে এবং বিধি দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করা হইবে অংশীদারিত্ব চুক্তিতে সেরূপ বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

৩১। **নিয়ন্ত্রণকারী আইন।** - চুক্তিতে ভিন্নভাবে নির্ধারিত না হইলে, অংশীদারিত্ব চুক্তি বাংলাদেশের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৩২। **বেসরকারি অংশীদারের সংগঠন।** - বেসরকারি অংশীদারকে ন্যূনতম যে পরিমাণ মূলধন অংশীদারিত্ব চুক্তির মেয়াদকালে বিনিয়োগ করিতে হইতে পারে, এবং সংঘস্মারক, সংঘবিধি, সংবিধি ও উপ-আইনসহ (By-Law) উহার সংস্থায় বা নিয়ন্ত্রক দলিলে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা আবশ্যক হইলে উহার জন্য চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের পদ্ধতি অংশীদারিত্ব চুক্তিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

৩৩। **সম্পত্তির মালিকানা।** - যে সকল পরিসম্পদ সরকারের সম্পত্তি হইবে এবং যেসকল পরিসম্পদ বেসরকারি অংশীদারের বেসরকারি সম্পত্তি হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া অংশীদারিত্ব চুক্তিতে যথাযথভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; এবং বিশেষ করিয়া নিম্ন-বর্ণিত শ্রেণীসমূহে কোন্ কোন্ পরিসম্পদ অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা অংশীদারিত্ব চুক্তিতে সনাক্ত করিতে হইবে:-

(ক) অংশীদারিত্ব চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কোন পরিসম্পদ, যদি থাকে, যাহা বেসরকারি অংশীদারকে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অথবা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিতমতে অন্য কোন সত্তার নিকট প্রত্যর্পন বা হস্তান্তর করিতে হইবে;

(খ) কোন পরিসম্পদ, যদি থাকে, যাহা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে বেসরকারি অংশীদারের নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারিবে; এবং

(গ) কোন পরিসম্পদ, যদি থাকে, যাহা বেসরকারি অংশীদার চুক্তি পরিসমাপ্ত বা বাতিল হইবার পর নিজ মালিকানায় রাখিতে বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৩৪। **প্রকল্প এলাকা সম্পর্কিত অধিকারের অধিগ্রহণ** (Acquisition of Rights related to the Project Sites)। - (১) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে আবশ্যক হইলে বেসরকারী অংশীদারকে প্রকল্প এলাকায় মালিকানাসহ, প্রয়োজনীয় যে কোন অধিকার প্রাপ্তিতে বা অর্জন করিতে সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ভূমি আবশ্যক হইলে, উহা জনস্বার্থে আবশ্যক বলিয়া গণ্য হইবে, এবং প্রচলিত আইন অনুসারে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের জন্য অনুরূপ ভূমি হুকুমদখল বা অধিগ্রহণ করা যাইবে।

৩৫। **প্রবেশাধিকার।** - (১) কোন ব্যক্তি, এতদুদ্দেশ্যে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, সহকারী বা কর্মচারী সহযোগে বা ব্যতিরেকে, পরিদর্শন, জরিপ বা তদন্ত বা স্তম্ভ নির্মাণ, ছিদ্র বা খনন অথবা প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে আবশ্যক হইতে পারে এইরূপ যে কোন কাজ করিবার উদ্দেশ্যে, যে কোন জমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে, তবে জমির মালিক বা দখলদারকে অন্যূন ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে এইরূপ প্রবেশাধিকার প্রয়োগ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির কৃত কোন কার্যের জন্য জমির কোন ক্ষতি সাধন হইয়া থাকিলে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ উহার জন্য, পরস্পর সম্মত বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

(৩) ধারা ৩৪ (২) অনুসারে সংশ্লিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৩৬। **আর্থিক ব্যবস্থাদি।** - (১) অবকাঠামো সুবিধা ব্যবহারের এবং গণপণ্য বা সেবাসমূহ সরবরাহ করিবার বিনিময়ে অংশীদারিত্ব চুক্তি অনুযায়ী হার, ফী, মাসুল,অথবা মূল্য ধার্য, গ্রহণ বা আদায় করিবার অধিকার বেসরকারী

অংশীদারের থাকিবে, এবং চুক্তিতে ঐ সকল হার, ফী, মাসুল, অথবা মূল্য নির্ধারণের এবং সমন্বয়ের পদ্ধতি ও সূত্র বিধৃত থাকিতে হইবে, তবে তাহা কোন উপযুক্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত বিধি-বিধান সাপেক্ষ হইবে।

(২) অবকাঠামো সুবিধা ব্যবহারের এবং গণপণ্য বা সেবাসমূহ সরবরাহ করিবার বিনিময়ে যে হার, ফী, মাসুল অথবা মূল্য ধার্যকৃত হইবে, বেসরকারী অংশীদারকে উহার প্রতিস্থাপক বা অতিরিক্ত অর্থ সরাসরি পরিশোধ করিতে সম্মত হইবার অধিকার চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

(৩) স্থানীয় অথবা বৈদেশিক উৎস হইতে প্রকল্পের জন্য অর্থের সংস্থান করা যাইবে, এবং মূল্য, মুদ্রা এবং সুদের হার সম্পর্কিত ঝুঁকি হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য বেসরকারী অংশীদারকে যথাযথ বাধ্যবাধকতায় অথবা অন্য কোন ব্যবস্থাদিতে আবদ্ধ হইবার অনুমতি প্রদান করা হইবে, তবে উহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত নির্দেশাবলী সাপেক্ষ হইবে।

৩৭। **প্রকল্পে সরকারের আর্থিক অংশগ্রহণ**। - (১) সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব প্রকল্পে সরকারের আর্থিক অংশগ্রহণের ব্যবস্থা সাধারণভাবে, অথবা প্রকল্প বিশেষে সুনির্দিষ্টভাবে হইতে পারে।

(২) প্রকল্পে সকল ধরনের সরকারী আর্থিক অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিস্তারিত পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত হইবে এবং CCEA এর অনুমোদন প্রাপ্তির পর, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জারী করিতে হইবে।

৩৮। **সরকারী প্রণোদনা**। - (১) সরকারী প্রণোদনা সাধারণ বা বিশেষ প্রকৃতির হইতে পারে। সাধারণ সরকারী প্রণোদনা সকল পিপিপি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, বিশেষ সরকারী প্রণোদনা মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর সুনির্দিষ্ট কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর উহা প্রস্তাব আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে/অনুরোধপত্রে আগাম প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) প্রকল্পে সকল ধরনের সরকারি প্রণোদনা সম্পর্কিত বিস্তারিত পদ্ধতি ও নির্দেশনা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত হইবে, এবং মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জারী করিতে হইবে।

৩৯। **সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (Security Interest)**। - **(১)** সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তিতে উল্লিখিত কোন সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, প্রকল্পের জন্য আবশ্যক কোন অর্থায়নকে নিশ্চিত করিবার জন্য, প্রকল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট উহার যে কোন পরিসম্পদ, স্বত্ব বা স্বার্থসহ উহার অন্য যে কোন সম্পদ, স্বত্ব বা স্বার্থের উপর বন্ধক বা জামানত সৃষ্টি করিবার অধিকার বেসরকারি অংশীদারের থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বন্ধক বা জামানত কোন সরকারী সম্পত্তির উপর সৃষ্টি করা যাইবে না; এবং বাংলাদেশের কোন আইন দ্বারা অনুরূপ জামানত সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ হইয়া থাকিলে, প্রকল্পের জন্য আবশ্যক অন্য কোন সম্পদ, স্বত্ব বা স্বার্থের উপরও জামানত সৃষ্টি করা যাইবে না;

৪০। **অংশীদারিত্ব চুক্তির হস্তান্তর**। - (১) ধারা ৩৯ কিংবা অংশীদারিত্ব চুক্তিতে ভিন্নভাবে উল্লিখিত হইয়া না থাকিলে, অংশীদারিত্ব চুক্তির অধীন বেসরকারী অংশীদারের অধিকার ও দায়িত্ব, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের সম্মতি, উক্ত তৃতীয় পক্ষের কারিগরি ও আর্থিক যোগ্যতাসহ, কিরূপ শর্তে প্রদত্ত হইবে তাহা বিধিতে এবং অংশীদারিত্ব চুক্তিতে উল্লিখিত থাকিবে ।

৪১। **বেসরকারি অংশীদারের উপর থাকা নিয়ন্ত্রক স্বার্থ (Controlling Interest) অধিগ্রহণ** । - অংশীদারিত্ব চুক্তিতে উল্লিখিত কারনসমূহের ভিত্তিতে **চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ , অথবা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকল্প অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বেসরকারী** অংশীদারের উপর নিয়ন্ত্রক স্বার্থ অধিগ্রহণ করিতে পারিবে

৪২। **গণপণ্য বা সেবা সরবরাহ**। - (১) নিম্ন-বর্ণিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে নিশ্চিত করিতে বেসরকারি অংশীদারের দায়িত্বের সীমা অংশীদারিত্ব চুক্তিতে উল্লিখিত থাকিবে, যথাঃ -

(ক) ভোক্তা সাধারণের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত গণ পণ্য বা সেবা সরবরাহে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন সাধন;
(খ) গণপণ্য বা সেবা সরবরাহের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা;
(গ) সকল ক্রেতা বা ব্যবহারকারীর জন্য মূলতঃ একই শর্তে গণপণ্য বা সেবা সরবরাহ করা; এবং
(ঘ) বেসরকারী অংশীদার কর্তৃক পরিচালিত কোন অবকাঠামো সুবিধাতে অন্যান্য গণসেবা সরবরাহকারীদের অভিগম্যতা।

(২) অংশীদারিত্ব চুক্তিতে উল্লিখিত চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ বা নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে, গণসেবার ক্ষেত্রে, সংযুক্ত অবকাঠামো সুবিধা ব্যবহারের সুযোগসহ, গণপণ্য বা সেবা সরবরাহ সম্পর্কিত বিধি-বিধান জারী ও কার্যকর করিবার অধিকার বেসরকারি অংশীদারের থাকিবে।

৪৩। **আইনে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ।** - প্রকল্পে সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য আইনে পরিবর্তন সাধনের কারণে বেসরকারি অংশীদার কর্তৃক অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পর্কিত কার্য সম্পাদনের ব্যয় অথবা অনুরূপ কার্য সম্পাদনের বিনিময়ে প্রাপ্য লাভ, প্রারম্ভে অনুমিত ব্যয় বা লাভের সহিত তুলনা করা হইলে, যদি পর্যাপ্তভাবে বর্ধিত হয় বা হ্রাস পায়, তাহা হইলে বেসরকারি অংশীদার কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নগদ অর্থে বা অন্যরূপে, যেমন, শুল্ক সমন্বয়, সুবিধাকাল ইত্যাদি আকারে, প্রাপ্য হইবেন উহার সীমা, যদি থাকে, তাহা অংশীদারিত্ব চুক্তিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

৪৪। **অংশীদারিত্ব চুক্তির সংশোধন।** - (১) যেক্ষেত্রে -

(ক) অংশীদারিত্ব চুক্তির পক্ষসমূহের অথবা দেশের অর্থনৈতিক বা আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন হইয়া থাকে; অথবা

(খ) প্রকল্পে সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য হয় না, এইরূপ আইনে পরিবর্তন হইয়া থাকে; তবে অনুরূপ অর্থনৈতিক, আর্থিক, আইনগত বা বিধিগত পরিবর্তনসমূহ -

(অ) অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর সংঘটিত হইয়া থাকে;

(আ) বেসরকারি অংশীদারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত; এবং

(ই) এইরূপ প্রকৃতির যে, অংশীদারিত্ব চুক্তির নিগোসিয়েশনের সময় বেসরকারি অংশীদারের উহা বিবেচনায় গ্রহণ করিবার মত যুক্তিসংগত কারণ ছিল না,

সেইক্ষেত্রে ধারা ৪৩ এর কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটাইয়া, বেসরকারি অংশীদারের অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পর্কিত কার্য সম্পাদনের ব্যয় অথবা অনুরূপ কার্য সম্পাদনের বিনিময়ে বেসরকারি অংশীদার কর্তৃক প্রাপ্য মূল্য প্রারম্ভে অনুমিত ব্যয় বা মূল্যের সহিত তুলনামূলকভাবে যদি পর্যাপ্তভাবে বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে নগদ অর্থে বা অন্যরূপে, যেমন, শুল্ক সমন্বয়, সুবিধাকাল ইত্যাদি আকারে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বেসরকারি অংশীদার অংশীদারিত্ব চুক্তির কি পরিমাণ সংশোধন করিবার অধিকারী হইবেন উহার পরিসীমা, যদি থাকে, তাহাও অংশীদারিত্ব চুক্তিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পূর্বোল্লিখিত মতে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হইবার পর অংশীদারিত্ব চুক্তির শর্তাদি কিভাবে পরিবর্তন করা যাইবে উহার পদ্ধতি অংশীদারিত্ব চুক্তিতে নির্ধারণ করিতে হইবে।

৪৫। **চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রকল্পের অধিগ্রহণ।** - অংশীদারিত্ব চুক্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতি ও পরিস্থিতিতে, কোন বেসরকারি অংশীদারের অংশীদারিত্ব চুক্তির অধীন নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে গুরুতর ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ গণপণ্য ও সেবার কার্যকর ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনে প্রকল্প সাময়িকভাবে অধিগ্রহণ করিতে পারিবে; এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে ব্যর্থতা শোধরাইবার জন্য চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ বেসরকারী অংশীদারকে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৬। **বেসরকারি অংশীদারের প্রতিস্থাপন।** - যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইলে ধারা ৪৮ বা ধারা ৪৯ এর অধীন চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিল করিবার কারণ উদ্ভূত হইত, সেইরূপ পরিস্থিতিতে চলমান অংশীদারিত্ব চুক্তির অধীন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বেসরকারি অংশীদারকে নূতন কোন সত্তা বা ব্যক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপন করিবার জন্য প্রকল্পে অর্থায়নকারী সত্তা এবং বেসরকারি অংশীদারের সহিত চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ সম্মত হইতে পারিবে। এক্ষেত্রে, ধারা ৪০(২) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

## চতুর্থ অধ্যায়
## অংশীদারিত্ব চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ও বাতিল

৪৭। **অংশীদারিত্ব চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি।** - অংশীদারিত্ব চুক্তিতে উহার মেয়াদ উল্লিখিত থাকিবে ও উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধিযোগ্য হইবে কিনা, এবং, বৃদ্ধিযোগ্য হইলে, অনুরূপ বৃদ্ধির পদ্ধতি বা মানদন্ড কি হইবে তৎসম্পর্কিত শর্তাদিও উহাতে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

৪৮। **অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিল।** - (১) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ নিম্ন-বর্ণিত ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে যথাঃ-

(ক) যদি জনস্বার্থে বাধ্যকর কোন কারণ উদ্ভূত হয়;

(খ) যদি অংশীদারিত্ব চুক্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত অন্য কোন কারণ উদ্ভূত হয়।

(২) বেসরকারি অংশীদার শুধুমাত্র প্রস্তাব আহবান দলিলে পূর্বে উল্লিখিত এবং পরবর্তীতে অংশীদারিত্ব চুক্তিতে বর্ণিত কারণে অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে।

৪৯। **যে কোন পক্ষ কর্তৃক অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিল।** - যদি উদ্ভূত যুক্তিসংগত নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিতে অংশীদারিত্ব চুক্তির অধীন পক্ষগণের উপর আরোপিত কার্য সম্পাদন তাহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যে কোন পক্ষ **উক্ত** অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে।

৫০। **অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিল-পরবর্তী ক্ষতিপূরণ।** - অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিল হইবার পর, পক্ষগণ কি হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবে উহার পদ্ধতি ও মানদন্ড চুক্তিতে নির্ধারিত থাকিবে, এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে, অংশীদারিত্ব চুক্তির অধীন সম্পাদিত কার্যের ন্যায্য মূল্য, খরচ, ক্ষতি, মুনাফার ক্ষতি, ইত্যাদি হিসাব করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা চুক্তিতে রাখা যাইতে পারে।

৫১। **অবসায়ন ও হস্তান্তর সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি।** - চুক্তি বাতিল হইবার পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় হিসাবে, অংশীদারিত্ব চুক্তিতে নিম্ন-বর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ।

(ক) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট, পরিসম্পদ হস্তান্তর করিবার কৌশল এবং পদ্ধতি, অথবা প্রকল্প এলাকা হইতে উহাদের অপসারণ;

(খ) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন পরিসম্পদ ক্রয় করিবার অথবা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট, বা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট, কোন পরিসম্পদ হস্তান্তর করিবার কারণে বেসরকারি অংশীদার যে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন;

(গ) প্রকল্প চালাইয়া লইবার প্রয়োজনে আবশ্যক প্রযুক্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট কোন অধিকার ও লাইসেন্সের হস্তান্তর;

(ঘ) প্রকল্প চালাইয়া লইবার প্রয়োজনে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের জনবলকে, কিংবা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত জনবলকে, আবশ্যক প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঙ) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, অথবা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট প্রকল্প হস্তান্তরিত হইবার পর, যদি প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে যুক্তিসংগত সময়ের জন্য বেসরকারি অংশীদার কর্তৃক, খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহসহ, পরিসম্পদ ও সহায়ক সেবার নিরবচ্ছিন্ন যোগান।

## পঞ্চম অধ্যায়
## বিরোধ নিষ্পত্তি

৫২। **বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।** - **(১)** চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি অংশীদারের মধ্যে কোন বিরোধ উদ্ভূত হইলে, অংশীদারিত্ব চুক্তিতে পক্ষগণ কর্তৃক সম্মত বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অনুরূপ বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(২) পক্ষগণ উপ-ধারা (১) এর অধীন বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে ব্যর্থ হইলে, উদ্ভূত যে কোন বিরোধের নিষ্পত্তি **সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১ নং আইন)** এর বিধান অনুসরণে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৫৩। **গণসেবা ব্যবহারকারী সংশ্লিষ্ট বিরোধ।** - যেক্ষেত্রে বেসরকারি অংশীদারগণ সেবার যোগান দিয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, অংশীদারিত্ব চুক্তি বহাল থাকাকালীন যে কোন সময় গণসেবা ব্যবহারকারীগণের দাবিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সহজ ও দক্ষ পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য, বেসরকারি অংশীদারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়
## কার্যালয় প্রতিষ্ঠা

৫৪। **কার্যালয় প্রতিষ্ঠা।** - (১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে, ভিন্ন জনবল ও দায়িত্ব পালন বিষয়ে স্বায়ত্বশাসনসহ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যালয় বা পিপিপি অফিস, নামে একটি কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং এই আইন প্রণয়নকালে বিদ্যমান পিপিপি অফিস এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। পিপিপি আফিসের তহবিল এবং বাজেট থাকিবে ,যাহাদের পরিচালনার বিষয়ে বিধিতে উল্লেখ থাকিবে ।

(২) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে পিপিপি অফিস স্বাধীন থাকিবে।

৫৫। **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা**। - (১) পিপিপি অফিসের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন, যিনি কার্যালয় প্রধান হিসাবে কার্যালয়ের প্রশাসন, পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশনার জন্য দায়িত্ববান থাকিবেন এবং তিনি পূর্ণকালীন সময়ের জন্য তাহার দায়িত্ব নির্বাহ করিবেন।

(২) পিপিপি অফিসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

৫৬। কর্মকর্তা ও **কর্মচারী নিয়োগ**। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে পিপিপি আফিসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা , পিপিপি আফিসের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারিবে। পিপিপি অফিসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন, চাকুরীর সুবিধাদি এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্ত বিধি বা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৭। **পিপিপি অফিসের কার্যাবলী** - (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পিপিপি অফিসের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তির জন্য উপযোগী কোন প্রকল্পে বেসরকারি খাতকে অংশ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা;

(খ) প্রকল্পের যোগ্যতা, প্রকল্পের উন্নয়ন, প্রকল্পের নির্বাচন সম্পর্কিত প্রশাসনিক পদ্ধতির বিষয়ে, সরকারি-বেসরকারি যৌথ-উদ্যোগ (Joint Venture) এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত নীতির সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;

(গ) অনুরুদ্ধ হইলে মন্ত্রিসভা কমিটিকে যে কোন প্রকার সমর্থন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;

(ঘ) ধারা ৪ (২) এ উল্লিখিত লিখিত মতামত প্রদান করা;

(ঙ) কোন প্রকল্প, অর্থায়ন ও সরকারের আর্থিক অংশগ্রহণ বিষয়ে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ এবং সকল সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;

(চ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সকল বিষয়ে কারিগরি ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতির নির্দেশাবলী, প্রমিত যোগ্যতা আহবান দলিল, প্রস্তাব আহবান দলিল এবং অংশীদারিত্ব চুক্তির নমুনা দলিল উদ্ভাবন করা এবং উহাদের ওপর লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিভাগের মতামত/নিরীক্ষা গ্রহণ করা;

(ছ) এই আইনের অধীন বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন পদ্ধতি পরিবীক্ষণ করা, এবং, সরকার বা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাবি করা হইলে, অনুরূপ নির্বাচন পদ্ধতির পুনরীক্ষণের সুযোগ প্রদান করা;

(জ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা;

(ঝ) অংশীদারিত্ব প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষার কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদান করা;

(ঞ) কোন প্রকল্পের জন্য পরামর্শ সেবা বা অন্য কোন উপদেষ্টা সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োগের জন্য কার্যপরিধি, এবং এইরূপ নিয়োগের জন্য পরামর্শক বা উপদেষ্টা নির্বাচনের পদ্ধতি অনুমোদন করা;

(ট) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিষয়ে বাংলাদেশে সচেতনতা এবং সমর্থন উৎসাহিত করা;

(ঠ) প্রকল্পের জন্য পরামর্শক এবং বিশেষজ্ঞগণের প্যানেল নিয়োগ ও সংরক্ষণ করা;

(ড) একটি হালনাগাদকৃত ইন্টারনেট পোর্টাল সংরক্ষণ করা যাহার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক সকল আইন, বিধি, প্রবিধি, আদর্শ দলিলে সর্বসাধারণের অভিগম্যতা থাকিবে, এবং যাহার মাধ্যমে দরপত্রদাতাগণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণের অগ্রগতি উদ্‌ঘাটন করিবার অতিরিক্ত নিরাপদ অভিগম্যতা থাকিবে;

(ঢ) কারিগরি সহায়তা তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা করা;

(ণ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহের জন্য সামর্থ্য বিনির্মাণ ও সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

(ত) সরকার কর্তৃক উহার উপর অর্পিত অন্য যে কোন নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর অধীন উদ্ভাবিত বা প্রণীত কারিগরি ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতির নির্দেশাবলী, প্রমিত দরপত্র দলিল এবং অংশীদারিত্ব চুক্তির নমুনা দলিল সকল অংশীদারিত্ব চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযাজ্য হইবে।

৫৮। **প্রতিবেদন দাখিল।** - চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত আকারে ও নির্ধারিত সময় অন্তর অংশীদারিত্ব কার্যালয়ে প্রকল্পের বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

৫৯। **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যালয়ের সম্মতি গ্রহণ।** - চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অংশীদারিত্ব চুক্তি বা প্রকল্প বিষয়ে নিম্ন-বর্ণিত পর্যায়সমূহে পিপিপি অফিসের সম্মতি গ্রহণ করিবে, যথাঃ-

(ক) প্রকল্প উন্নয়ন ও চিহ্নিতকরণ ;
(খ) উপদেষ্টা নিয়োগ;
(গ) যোগ্যতা আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি ও দলিলাদি ও প্রস্তাব আহ্বানকারী অনুরোধপত্র ও দলিলাদি চূড়ান্তকরণ;
(ঘ) যোগ্যতা ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি গঠন;
(ঙ) কার্যকর পূর্ববর্তী অংশীদারিত্ব চুক্তি চূড়ান্তকরণ; এবং
(চ) যে কোন সময় অংশীদারিত্ব চুক্তির সংশোধন।

৬০। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।** - (১) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যালয়, তৎকর্তৃক প্রাপ্ত ও ব্যয়িত সকল অর্থের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে; এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যালয়, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সাধারণ পরিপত্র সাপেক্ষে, অনুরূপ হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি প্রবিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে; এবং এইরূপ হিসাবে কার্যালয়ের নির্ভুল ও প্রকৃত আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন থাকিতে হইবে।

(২) পিপিপি অফিস, প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সাধারণ পরিপত্র সাপেক্ষে, উহার বার্ষিক হিসাব ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় দ্বারা উক্ত সকল হিসাব ও আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষা করাইবে।

৬১। **উপদেষ্টা পরিষদ।** - (১) সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে।

(২) উপদেষ্টা পরিষদ প্রতি ৬ (ছয়) মাসে অন্যূন ১ (এক) বার, এবং প্রয়োজন অনুসারে আরো অধিক সংখ্যক বার সভায় মিলিত হইবে।

(৩) পিপিপি অফিস সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব উপদেষ্টা পরিষদের সচিবালয় হিসাবে কার্য সম্পাদন করিবে।

(৪) উপদেষ্টা পরিষদ সরকার ও সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব কার্যালয়কে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের সার্বিক নীতি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবে এবং, দেশে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ, সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত যে কোন বা সকল বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে।

## সপ্তম অধ্যায়
## বিবিধ

৬২। **সামাজিক বিচার্য বিষয়।** - এই আইনের অধীন অংশীদারিত্ব দলিলে এমন কোন শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না যাহা শ্রমিকদের মজুরীর মান ও তৎসংশ্লিষ্ট সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত কোন বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ।

৬৩। **ব্যক্তিগত দায় হইতে সুরক্ষা।** - সরকার অথবা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব কার্যালয়ের কোন কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরূদ্ধে সরকার বা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ বা সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব কার্যালয়ের নির্দেশে এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কর্তব্য পালন করিবার উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে কৃত বা করিতে অভিপ্রেত কোন কার্যের জন্য কোন মামলা, ফৌজদারী কার্যক্রম বা আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

৬৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।** - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, , বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৫। **প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।** - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরুপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

৬৬। **ইংরেজীতে অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ।** - (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৬৭। **রহিত ও সংরক্ষণ।** - (১) **সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত সরকারী নীতি ও কৌশল, ২০১০** এবং, অংশীদারিত্ব প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও অনুমাদন বিষয়ে, তৎসংশ্লিষ্ট তিনটি নির্দেশনাপত্র এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত তারিখে বাতিল করিতে পারিবে। উক্ত নীতি ও কৌশল এবং নির্দেশনাপত্র সমূহ বাতিল হইবার পূর্বে ইহাদের কোন ধারা এই আইনের কোন ধারার সহিত সাংঘর্ষিক হইলে এই আইনের ধারা প্রাধান্য পাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন **সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত সরকারী নীতি ও কৌশল, ২০১০** এবং, অংশীদারিত্ব প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও অনুমাদন বিষয়ে, তৎসংশ্লিষ্ট তিনটি নির্দেশনাপত্র বাতিল হওয়া সত্ত্বেও, উহাদের অধীন কৃত সকল কার্য, জারীকৃত সকল নোটিশ এবং গৃহীত সকল প্রকল্প বিষয়ে উহারা এমনভাবে প্রযোজ্য হইতে থাকিবে, যেন উহারা বাতিল হয় নাই।

৬৮। **জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।** - (১) এই আইনের কোন বিধানকে কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনরূপ জটিলতা দেখা দিলে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, অনুরূপ জটিলতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার দুই বৎসর পর এই ধারার অধীন কোন প্রজ্ঞাপন জারী করা যাইবে না।

----------o----------